যুগান্তর

তারিখ 24 JUN 2017
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

বাউফলে টাকায় মিলছে শ্রান্তি বিনোদনের ভাতা

বাউফল প্রতিনিধি

বাউফল উপজেলা শিক্ষা অফিসে ঘুষ না দিলে মিলছে না শিক্ষকদের শ্রান্তি বিনোদনের ভাতা। অভিযোগ রয়েছে শ্রান্তি বিনোদনের ভাতা প্রদানে শিক্ষকপ্রতি আদায় করা হচ্ছে ১ হাজার টাকা। এছাড়াও অভিযোগ রয়েছে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে দেয়া হচ্ছে এই ভাতা। জানা গেছে, সব শিক্ষককে এই ভাতা প্রদান করতে প্রায় ১ কোটি টাকা থাকার প্রয়োজন থাকলেও ২০১৭ সালে ৪২৫ জন শিক্ষকের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। আর এ সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে উৎকোচ আদায় করছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। বেতন স্কেল অনুযায়ী একজন শিক্ষক গড়ে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন। ভুক্তভোগী শিক্ষকদের অধিকাংশই অভিযোগ করেন কাছিপাড়া ইউনিয়নের আড়াইনাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মান্নানের মাধ্যমে ওই উৎকোচের টাকা গ্রহণ করছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। এছাড়াও আরও একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। অবশ্য এ বিষয়ে আবদুল মান্নানের সঙ্গে যোগাযোগ করে হলে তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়নের চরকচুয়া মিয়াজান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নাসিমা বেগম অভিযোগ করেন, উৎকোচের টাকা না দেয়ার কারণে তিনি সিনিয়র শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও তাকে শ্রান্তি বিনোদনের টাকা দেয়া হয়নি। উপরন্তু অনেক জুনিয়র শিক্ষক অফিসে ঘুষ দিয়ে ভাতা ছাড় করে নিয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্কুলের এক প্রধান শিক্ষক বলেন, শিক্ষা অফিসে ১ হাজার টাকা দিয়ে ভাতার টাকা ছাড় করেছেন। এ বিষয়ে বাউফল উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রিয়াজুল হক এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান তিনি।